[২০২১] ৯ এস. সি. আর. ১৩৭

সারেগামা ইন্ডিয়া লিমিটেড

বনাম

নেক্সট রেডিও লিমিটেড অ্যান্ড অন্যান্য

(দেওয়ানী আপিল নম্বর ৫৯৮৫-৫৯৮৭ অফ ২০২১)

সেপ্টেম্বর ২৭,২০২১]

[ডঃ ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড় এবং বি. ভি. নাগরত্না, বিচারপতিদ্বয়]

ভারতের সংবিধান: অনুচ্ছেদ ২২৬ – রিট এখতিয়ার, পরিধি – বিচারিক পুনর্লিখন, গ্রহণযোগ্যতা – বলা হয়েছে: সংবিধান রিট আদালতকে বিচারিক পর্যালোচনার ক্ষমতা অর্পণ করেছে – এর আদেশ পালনের ক্ষেত্রে, আদালত একটি আইন বা এর অধীনে তৈরি করা নিয়মগুলির বৈধতা মূল্যায়ন করতে পারে – তবে, বিচারিক পর্যালোচনার প্রয়োগে, আদালত বিধিবদ্ধ ভাষার পুনর্লিখনের মাধ্যমে বিচারিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে বিধানের শর্ত প্রতিস্থাপন করতে পারে না – বর্তমান ক্ষেত্রে, হাইকোর্ট অন্তর্বর্তী আদেশের মাধ্যমে কপিরাইট বিধিগুলির ২৯ নং বিধির কার্যক্রম সংশোধন করে এই মর্মে নির্ধারণ করেছে যে বিজ্ঞপ্তিতে যে বিবরণ দিতে হবে তা সম্প্রচারের পনেরো দিনের মধ্যে দেওয়া যেতে পারে – ২৯ নং বিধি অনুসারে, সম্প্রচারকারী সংস্থা সম্প্রচারের পনেরো দিন আগে নোটিশ দেবে, ব্যতিক্রম প্রদান করে যে অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে, সম্প্রচারের চব্বিশ ঘণ্টা পরে নোটিশ দিতে হবে – অন্তর্বর্তী আদেশ দ্বিতীয় বিধানটিকে ব্যতিক্রমের পরিবর্তে (যেমন হাইকোর্ট তার নির্দেশকে বর্ণনা করেছে) একটি "নিয়মিত পদ্ধতিতে" রূপান্তরিত করেছে যে সম্প্রচারের পনেরো দিন পরে নোটিশ দিতে হবে – হাইকোর্টের এই প্রয়োগ পুনর্লিখনের সমতুল্য – আইন বা অর্পিত আইনের এই ধরনের বিচারিক পুনর্লিখন করা যায় না – অনুচ্ছেদ ২২৬ এর অধীনে এখতিয়ার প্রয়োগ করে হাইকোর্ট কর্তৃক বিধিবদ্ধ নিয়মের বিচারিক পুনর্লিখন, বিশেষ করে অন্তর্বর্তী কার্যক্রমে, ন্যায়সঙ্গত নয় – কপিরাইট বিধি, ২০১৩ – বিধি ২৯ (৪) – অন্তর্বর্তী আদেশ।

বিচারিক পর্যালোচনা: পরিধি – বলা হয়েছে: বিচারিক পর্যালোচনার প্রয়োগে আদালত বিধিবদ্ধ ভাষার পুনর্লিখনের মাধ্যমে বিচারিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে বিধানের শর্ত প্রতিস্থাপন করতে পারে না – খসড়া তৈরি করা আইনসভার উপর অর্পিত একটি কাজ – বিচারিক দিকের কারিগরি আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আইনের শব্দ পুনর্লিখন করে প্রবেশ করতে পারে না – কারণ তখন, বিচারিক কারিগরি একটি আইনগত খসড়ার নিষিদ্ধ ক্ষেত্রে প্রবেশ করে।

সংবিধির ব্যাখ্যাঃ এটি আইনের একটি স্থিরীকৃত নীতি যে যখন কোনও সংবিধির শব্দগুলি স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন হয়, তখন আদালতের পক্ষে সংবিধিতে শব্দগুলি পড়ার অনুমতি নেই।

আপিল মঞ্জুর করে, আদালত

স্থির করেঃ ১.১ এটি আইনের একটি স্থিরীকৃত নীতি যে যখন কোনও সংবিধির টি. এম শব্দগুলি স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন হয়, তখন আদালতের পক্ষে সংবিধিতে শব্দগুলি পড়া জায়েয নয়। বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতার সংবিধান দ্বারা আদালতকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তার আদেশ সম্পাদনের ক্ষেত্রে, আদালত তার অধীনে তৈরি কোনও আইন বা নিয়মের বৈধতা মূল্যায়ন করতে পারে। কোনও আইন আলট্রা ভাইরেজ হতে পারে যদি তা সাংবিধানিক গ্যারান্টির বাইরে থাকে বা আইন প্রণয়নকারী আইনসভার উপর ন্যস্ত আইন প্রণয়নকারী ক্ষেত্রকে লঙ্ঘন করে। প্রত্যয়িত আইন, যদি এটি সাংবিধানিক লঙ্ঘনের ফলস্বরূপ হয় বা আইন প্রণয়নকারী সংবিধির সীমার পরিপন্থী হয় তবে তা অবৈধ হতে পারে। যাইহোক, বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার অনুশীলনে আদালত বিচার বিভাগীয় ব্যাখ্যার মাধ্যমে বিধানের শর্তাবলী প্রতিস্থাপন করতে পারে না-সংবিধিবদ্ধ ভাষা পুনর্লিখন করে। খসড়া তৈরি আইনসভার উপর ন্যস্ত একটি কাজ। বিচার বিভাগীয় পক্ষের কারিগরি কোনও সংবিধির শব্দগুলি পুনর্লিখন করে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে লঙ্ঘন করতে পারে না। তার জন্য, বিচার বিভাগীয় নৈপুণ্য একটি আইন প্রণয়নের খসড়ার নিষিদ্ধ ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ তার অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের মাধ্যমে ঠিক এটিই করেছে। ধারা ৩১ঘ (২) সম্প্রচারের সময়কাল এবং আঞ্চলিক কভারেজ উল্লেখ করে কাজটি সম্প্রচারের অভিপ্রায়ের পূর্ব নোটিশ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বলে, পাশাপাশি আপিল বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং হারে রয়্যালটি প্রদান করে। যদিও হাইকোর্ট সম্প্রচারকদের পূর্ব নোটিশ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিল, তবে এটি বিধি ২৯-এর ক্রিয়াকলাপকে সংশোধন করে শর্ত দেয় যে নোটিশে যে বিশদ সরবরাহ করা হবে তা সম্প্রচারের পনের দিনের মধ্যে সরবরাহ করা যেতে পারে। হাইকোর্টের অভিমত ছিল যে, দ্বিতীয় শর্তটি ব্যতিক্রমের পরিবর্তে নিয়মিত বিষয় হিসাবে অবলম্বন করা যেতে পারে এবং প্রাক-কার্যোত্তর রিপোর্টিং পনেরো দিনের মধ্যে বাড়ানো উচিত (চব্বিশ ঘন্টার পরিবর্তে)। এই ধরনের অনুশীলন অগ্রহণযোগ্য ছিল কারণ এটি একটি নতুন শাসনব্যবস্থা এবং বিধানের সাথে প্রত্যয়িত আইনের ক্ষমতা প্রয়োগ করে তৈরি একটি বিধিবদ্ধ নিয়মকে প্রতিস্থাপন করবে যা হাইকোর্ট আরও বাস্তবসম্মত বলে মনে করে। হাইকোর্টের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশটি বাতিল করা হয়েছে।

তবে, এটি এই স্পষ্টকরণের সাপেক্ষে যে এই আদালত প্রতিদ্বন্দ্বী জমা দেওয়ার যোগ্যতার বিষয়ে কোনও মতামত প্রকাশ করেনি যা বিচারাধীন কার্যধারায় হাইকোর্টের রিট এখতিয়ার প্রয়োগের ক্ষেত্রে নির্ধারণের জন্য পড়ে। [আনুচ্ছেদ ২০-২৩][১৪৯-জি; ১৫০-ডী-এইচ; ১৫১-ডী-এফ]

পদ্ম সুন্দর রাও বনাম তামিলনাড়ু রাজ্য (২০০২) ৩ এস. সি. সি ৫৩৩-অনুসরণ করা হয়েছে।

পুনর্বারঃ এনআই আইনের ১৩৮১ ধারার অধীনে মামলাগুলির দ্রুত বিচার সুও মোটো রিট পিটিশন (সিআরএল) ২০২০ সালের ২ নং, ১৬ এপ্রিল ২০২১-উল্লেখ করা হয়েছে।

কেস আইন রেফারেন্স

[২০০২] ২ এস. সি. আর ৩৮৩ অনুসরণ করেছে অনুচ্ছেদ ২০

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ারঃ ২০২১ সালের দেওয়ানী আপিল নং ৫৯৮৫-৫৯৮৭।

মাদ্রাজ হাইকোর্টের ২০২১ সালের ২ আগস্ট তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে, ডব্লিউ.পি. নং ১৫৮৬০/২০২১ এবং ডব্লিউ.এম.পি. নং ১৬৭৪৯ এবং ১৬৭৫২/২০২১

সঙ্গে

২০২১-এর দেওয়ানি আপিল নং ৫৯৮৮ এবং ৫৯৯০।

মুকুল রোহাতগী, অখিল সিবল, সিনিয়র অ্যাডভোকেট, অঙ্কুর সাঙ্গাল, সুচেতা রায়, ইমন রায়, মেসার্স খৈতান অ্যান্ড কোং, আপিলকারীর পক্ষে আইনজীবী।

নভরোজ সিরভাই, নীরজ কিশন কৌল, সিনিয়র অ্যাডভোকেট, অভিষেক মালহোত্রা, লিজ ম্যাথিউ, স্বপ্না চৌংসিয়া, নাওমি চন্দ্র, শিল্পা গামনানি, আত্মজা ত্রিপাঠী, কাইজাদ ইরানি, নমিষা চাড্ডা, নবনীত আর., প্রতিপক্ষের পক্ষে আইনজীবী।

আদালতের রায় প্রদান করেন

ডঃ ধনঞ্জয় ওয়াই. চন্দ্রচূড়, বিচারপতি

১. অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

২. এই আপিলগুলি মাদ্রাজের হাইকোর্টের বিচার বিভাগের একটি ডিভিশন বেঞ্চের ২ আগস্ট ২০২১ তারিখের একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ থেকে উত্থাপিত হয়েছে। কপিরাইট বিধি ২০১৩[১]-এর বিধি ২৯ (৪)-এর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করার জন্য সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে হাইকোর্টের সামনে রিট পিটিশনগুলি চালু করা হয়েছে। হাইকোর্ট তার অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের মাধ্যমে নির্দেশ দিয়েছে যেঃ

---

[১] "নিয়ম"

(i) পূর্ব নোটিশ জারি না করে ২৯ নং বিধি অনুসারে কোনো কপিরাইটযুক্ত কাজ সম্প্রচার করা যাবে না;

(ii) সম্প্রচার সম্পর্কিত বিবরণ, বিশেষ করে সময়কাল, সময় স্লট এবং অনুরূপ, প্রাপ্য রয়্যালটির পরিমাণ সহ, সম্প্রচার বা পরিবেশনার পনেরো দিনের মধ্যে দেওয়া যেতে পারে;

(iii) ২৯(৪) বিধি এবং চব্বিশ ঘণ্টার পূর্ব নোটিশের বিধিবদ্ধ আদেশের দ্বারা বাধ্যতামূলক পূর্ব সম্মতির বিপরীতে, পোস্ট ফ্যাক্টো (ঘটনা-পরবর্তী) একটি সংশোধিত পদ্ধতির সাথে সম্মতি কার্যকর করতে হবে এবং সম্প্রচারের পনেরো দিনের মধ্যে সম্মতির বিধান দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হবে; এবং

(iv) অন্তর্বর্তী আদেশটি হাইকোর্টের সামনে আবেদনকারীদের এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রতিপক্ষের কপিরাইটযুক্ত কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে যা ব্যবহার করতে চাওয়া হয়েছে।

৩. আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে যে প্রাথমিক আবেদন করা হয়েছে তা হল, হাইকোর্টের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ কপিরাইট আইন ১৯৫ ৭৭-এর ধারা ৩১ঘ এবং ধারা ৭৮ (২) (ক্লি.ডি)-এর বিধান অনুসরণ করে প্রণীত বিধিগুলির বিধি ২৯ (৪) পুনর্লিখনের প্রভাব ফেলে।

৪. আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত হয়েছেন প্রবীণ আইনজীবী শ্রী মুকুল রোহতগি এবং শ্রী অখিল সিবাল। প্রতিদ্বন্দ্বী উত্তরদাতাদের পক্ষে উপস্থিত হয়েছেন প্রবীণ আইনজীবী শ্রী নওরোজ সেরভাই এবং শ্রী নীরজ কিষাণ কৌল, যাঁরা হাইকোর্টের মূল আবেদনকারী।

৫. যেহেতু উচ্চ আদালতে দায়ের করা রিট পিটিশনে অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশনা জারি করা হয়েছে এবং উচ্চ আদালতে আবেদনকারীদের কৌঁসুলির মাধ্যমে এই কার্যধারায় প্রতিনিধিত্ব করা হয়, তাই আমরা এই পর্যায়ে আপিল নিষ্পত্তি করছি।

৬. হাইকোর্টের বিচারাধীন রিট পিটিশনগুলির ব্যাচটি ২০২১ সালের ৪ অক্টোবর চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিপক্ষের পক্ষ থেকে একটি অভিযোগ করা হয়েছে যে আপিলকারীরা পিটিশনগুলির জবাবে পাল্টা হলফনামা দাখিল করেনি। আপিলকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী আদালতকে আশ্বাস দিয়েছেন যে তারা রিট পিটিশনগুলির চূড়ান্ত নিষ্পত্তিতে সহায়তা করার জন্য পরবর্তী তালিকাভুক্তির তারিখের অনেক আগে দ্রুত তা করবেন।

---

[২] "অ্যাক্ট"

৭. হাইকোর্টের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ থেকে উদ্ভূত বর্তমান আপিলগুলির নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি সংক্ষেপে দেখা যেতে পারে।

৮. কপিরাইট সংশোধনী আইন ২০১২ দ্বারা, সংসদ ধারা ৩১ঘ বিধানগুলি অন্তর্ভুক্ত করেছিল যা ২১ জুন ২০১২-এ কার্যকর করা হয়েছিল। ধারা ৩১ঘ নিম্নলিখিত শর্তাবলীতে বলেঃ

"৩১ঘ. সাহিত্য ও সঙ্গীতের কাজ এবং সাউন্ড রেকর্ডিং সম্প্রচারের জন্য সংবিধিবদ্ধ লাইসেন্স-(১) যে কোনও সম্প্রচার সংস্থা যা সম্প্রচারের মাধ্যমে বা ইতিমধ্যে প্রকাশিত কোনও সাহিত্য বা সঙ্গীতের কাজ এবং সাউন্ড রেকর্ডিংয়ের মাধ্যমে জনসাধারণের সাথে যোগাযোগ করতে চায়, এই ধারার বিধান সাপেক্ষে তা করতে পারে।

(২) সম্প্রচারকারী সংস্থা, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, সম্প্রচারের সময়কাল এবং আঞ্চলিক পরিধি উল্লেখ করে কাজটি সম্প্রচারের অভিপ্রায় সম্পর্কে পূর্ব নোটিশ দেবে এবং বাণিজ্যিক আদালত কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং হারে প্রতিটি কাজের অধিকারের মালিককে রয়্যালটি পরিশোধ করবে।

(৩) রেডিও সম্প্রচারের জন্য রয়্যালটির হার টেলিভিশন সম্প্রচার থেকে আলাদা হবে এবং বাণিজ্যিক আদালত রেডিও সম্প্রচার এবং টেলিভিশন সম্প্রচারের জন্য আলাদা হার নির্ধারণ করবে।

(৪) উপ-ধারা (২) এর অধীনে রয়্যালটির পদ্ধতি এবং হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে, বাণিজ্যিক আদালত সম্প্রচারকারী সংস্থাকে অধিকারের মালিকদের অগ্রিম পরিশোধ করতে বলতে পারে।

(৫) পরিবেশনার মাধ্যমে সম্প্রচারকারী সংস্থা কর্তৃক এই ধরনের কাজ প্রচার করা ব্যতীত, কাজের প্রধান পরিবেশনকারীদের লেখকদের নাম সম্প্রচারের সাথে ঘোষণা করতে হবে।

(৬) সম্প্রচারের সুবিধার জন্য কাজ সংক্ষিপ্ত করা ব্যতীত, সম্প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রযুক্তিগতভাবে প্রয়োজনীয় নয় এমন কোনো সাহিত্যিক বা সঙ্গীত কাজের কোনো নতুন পরিবর্তন অধিকারের মালিকদের সম্মতি ছাড়া করা যাবে না।

(৭) সম্প্রচারকারী সংস্থা—

(ক) এমন রেকর্ড এবং হিসাবের বই বজায় রাখবে, এবং অধিকারের মালিকদের এমন প্রতিবেদন এবং হিসাব দেবে; এবং

(খ) অধিকারের মালিক বা তার যথাযথভাবে অনুমোদিত এজেন্ট বা প্রতিনিধিকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে এই ধরনের সম্প্রচার সম্পর্কিত সমস্ত রেকর্ড এবং হিসাবের বই পরিদর্শন করার অনুমতি দেবে।

(৮) এই ধারার কিছুই কপিরাইট (সংশোধন) আইন, ২০১২ এর প্রবর্তনের আগে জারি করা কোনো লাইসেন্স বা সম্পাদিত কোনো চুক্তির কার্যক্রমকে প্রভাবিত করবে না।

৯. ধারা ৩১ঘর উপ-ধারা (১) এর অধীনে, একটি সম্প্রচার সংস্থা যা ইতিমধ্যে প্রকাশিত কোনও সাহিত্য বা সংগীত রচনা এবং সাউন্ড রেকর্ডিংয়ের সম্প্রচার বা সঞ্চালনের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে যোগাযোগ করতে চায়, ধারা (২) এর বিধানগুলি মেনে চলার সাপেক্ষে পাঁচটি প্রয়োজনীয়তা অন্তর্ভুক্ত করতে পারে, যথাঃ (i) একটি পূর্ব বিজ্ঞপ্তি; (ii) নির্ধারিত পদ্ধতিতে; (iii) কাজটি সম্প্রচার করার অভিপ্রায়; (iv) সম্প্রচারের সময়কাল এবং আঞ্চলিক কভারেজ উল্লেখ করা; এবং (v) আপিল বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং হারে প্রতিটি কাজের রয়্যালটির মালিককে অর্থ প্রদান।

১০. বেশ কয়েকটি সম্প্রচারকারী কর্তৃক ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অ্যাপিলেট বোর্ডের কাছে এফএম রেডিওর মাধ্যমে সম্প্রচারের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে সাউন্ড রেকর্ডিং প্রচারের জন্য ৩১ঘ ধারার অধীনে (বিধি ২৯ থেকে ৩১ এর বিধানগুলির সাথে) একটি বিধিবদ্ধ লাইসেন্সের উদ্দেশ্যে হার নির্ধারণের জন্য আবেদন দাখিল করা হয়েছিল। বেশ কয়েক বছর ধরে, কপিরাইট বোর্ড যথাযথভাবে গঠিত হয়নি। ২০১৭ সালে, একটি বিধিবদ্ধ সংশোধনের ফলে কপিরাইট বোর্ড আইপিএবি-এর সাথে একীভূত হয়। ২০২০ সালের ৩১ ডিসেম্বরের একটি আদেশে, আইপিএবি ৩১ঘ ধারার অধীনে এফএম রেডিও সম্প্রচারের মাধ্যমে সাউন্ড রেকর্ডিং প্রচারের জন্য রয়্যালটির হার এবং পরিশোধের পদ্ধতি নির্ধারণ করে। কপিরাইট বোর্ডের আদেশ, যতটুকু প্রাসঙ্গিক, নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী ধারণ করে:

"২১৫. আমরা এই মর্মে নির্দেশ দিচ্ছি যে উপরোল্লিখিত রয়্যালটি হার, প্যারা ১৪৯-এ উল্লিখিত, যা ১লা অক্টোবর

২০২০ থেকে ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত সম্প্রচারিত সাউন্ড রেকর্ডিংয়ের জন্য এবং এর অধীনস্থ সাহিত্য ও সঙ্গীত কর্মের জন্য ধারা ৩১ঘ অনুসারে প্রযোজ্য। আমরা আরও নির্দেশ দিচ্ছি যে:

ক. উপরোল্লিখিত রয়্যালটি হার আইপিএবি ওয়েবসাইট এবং কপিরাইট অফিস ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হবে।

খ. নতুন রয়্যালটি হার ০১.১০.২০২০ থেকে কার্যকর হবে।

গ. রেডিও সম্প্রচারকারীরা ০১.১০.২০২০ থেকে ৩১.০১.২০২১ সময়কালের জন্য সঙ্গীত কোম্পানিগুলোর কাছে রয়্যালটির বকেয়া অর্থ ১০.০২.২০২১-এর মধ্যে পরিশোধ করবে। সাউন্ড রেকর্ডিংয়ের অধীনস্থ কর্মের জন্য আমাদের দ্বারা নির্ধারিত রয়্যালটি সংশোধিত ধারা ১৮ ও ১৯-এর প্রবিধান ৩ এবং ৪ অনুযায়ী বন্টন করা হবে। সম্প্রচারকারীদের কাছ থেকে সাউন্ড রেকর্ডিংয়ের জন্য প্রাপ্ত রয়্যালটির ক্ষেত্রে, যা আমরা নির্ধারণ করেছি, সম্প্রচারকারীরা পিপিএল-কে তাদের সদস্যদের পক্ষ থেকে অর্থ প্রদান করবে, বাকি অর্থ সরাসরি সংশ্লিষ্ট পক্ষদের প্রদান করা হবে। একইভাবে, আমাদের দ্বারা নির্ধারিত লেখক এবং সুরকারের অংশটি আইপিআরএস তাদের সদস্যদের পক্ষ থেকে সংগ্রহ করবে এবং প্রদান করবে। আইপিআরএস-এর অ-সদস্যরা রয়্যালটি সরাসরি সম্প্রচারকারীদের থেকে পাওয়ার অধিকারী হবে।

ঘ. রেডিও সম্প্রচারকারীদের ২০১৩ সালের কপিরাইট বিধির ২৯ ধারা মেনে চলতে হবে, সঙ্গীত কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে বিধিসম্মত লাইসেন্স পেতে। এর জন্য কপিরাইটের মালিককে আগাম নোটিশ প্রদান করতে হবে এবং উপরোল্লিখিত রয়্যালটি হিসাব অনুসারে ০১.০২.২০২১ থেকে কার্যকর আগাম অর্থপ্রদান করতে হবে। উক্ত নোটিশের একটি অনুলিপি রেকর্ডের জন্য কপিরাইট নিবন্ধককে প্রেরণ করতে হবে।

ঙ. যদি উত্তরদাতারা বিধিতে উল্লেখিত আগাম অর্থপ্রদানের উপর জোর দেন, তবে আমাদের মত হলো যে কোভিড-১৯ মহামারি ২০২০ সালে একটি অস্বাভাবিক ঘটনা ছিল। কোভিড সংকট মোকাবিলার জন্য লকডাউন কেবল রেডিও শিল্পকেই নয়, দেশের প্রতিটি শিল্পকে প্রভাবিত করেছে। এই বিশেষ পরিস্থিতি

বিবেচনা করে, ৩০.০৯.২০২১ পর্যন্ত সমস্ত সম্প্রচারকারীদের নির্দেশ দিচ্ছি যে, বিধির ২৯ ধারা মেনে চলার জন্য ২৫% (পঁচিশ শতাংশ) আগাম অর্থ জমা দিতে হবে, যা প্রতি ক্যালেন্ডার মাসে পরিমাণ সমন্বয়ের জন্য প্রযোজ্য।

চ. আঞ্চলিক গান এবং ছোট সম্প্রচারকারীদের ক্ষেত্রে, যাদের এক বা দুইটি রেডিও স্টেশন রয়েছে এবং যাদের মোট স্থূল আয় ১০ কোটি টাকার কম, তারা আইনটির ৩০ ধারা অনুসারে আগের প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী সঙ্গীত কোম্পানিগুলোর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে এককালীন অর্থপ্রদান বা নিজেদের নির্ধারিত শর্ত অনুযায়ী গান সম্প্রচার করতে পারে।

ছ. রয়্যালটির হার নির্ধারিত সময়সীমার শেষে বোর্ড ৩১(৯) বিধি অনুসারে নিজস্ব উদ্যোগে বা কোনো আগ্রহী পক্ষের আবেদনের ভিত্তিতে পুনর্বিবেচনা করবে।

জ. এই কার্যক্রমে নির্ধারিত হার ভবিষ্যতে হার সংশোধন/পরিবর্তনের জন্য একটি ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে, যেখানে এই পুরো প্রক্রিয়া পুনরায় করার প্রয়োজন নেই। তবে আর্থিক বিবরণী, রেডিও সম্প্রচারকারীদের অর্থপ্রদানের ক্ষমতা, মহামারির প্রভাব এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিতে হবে।

ঝ. উপরের নির্ধারিত রয়্যালটির শর্তানুযায়ী সমস্ত আবেদন অনুমোদিত।

ঞ. ইন্ডিয়ান পারফর্মিং রাইটস সোসাইটি/লেখকগণ (গীতিকার ও সুরকার) তাদের রয়্যালটির অংশ এসাইনির কাছ থেকে দাবি করার অধিকার রাখেন।

ট. কোনো খরচ প্রযোজ্য নয়।

(গুরুত্ব আরোপিত)

১১. বলা হয়েছে যে আইপিএবি-এর আদেশ কপিরাইট মালিকদের দ্বারা একদিকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। অন্যদিকে, দিল্লি উচ্চ আদালত এবং বম্বে উচ্চ আদালতে মামলা বিচারাধীন রয়েছে। এটি বর্তমান মামলার মূল বিষয় নয়।

১২. বিধির ২৯ ধারা, যা প্রাসঙ্গিক, নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয়তা ধারণ করে:

"২৯. সাহিত্যিক ও সঙ্গীতকর্ম এবং সাউন্ড রেকর্ডিং-এর জনসাধারণের কাছে সম্প্রচারের জন্য মালিককে নোটিশ প্রদান— (১) যে কোনো সম্প্রচার

সংস্থা, ধারা ৩১-ঘ এর উপ-ধারা (১) অনুসারে জনসাধারণের কাছে সম্প্রচার বা প্রকাশিত সাহিত্যিক বা সঙ্গীতকর্ম এবং সাউন্ড রেকর্ডিং-এর পারফরম্যান্সের মাধ্যমে সম্প্রচার করতে ইচ্ছুক, তাদের অবশ্যই কপিরাইটের মালিক এবং কপিরাইট নিবন্ধকের কাছে জনসাধারণের কাছে সম্প্রচারের পাঁচ দিন আগে তাদের অভিপ্রায়ের একটি নোটিশ প্রদান করতে হবে এবং কপিরাইটের মালিককে সাহিত্যিক বা সঙ্গীতকর্ম বা সাউন্ড রেকর্ডিং বা তাদের যেকোনো সংমিশ্রণের জন্য নির্ধারিত হারে বোর্ড দ্বারা নির্ধারিত রয়্যালটির অর্থ প্রদান করতে হবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সদ্য প্রকাশিত সাহিত্যিক বা সঙ্গীতকর্ম এবং সাউন্ড রেকর্ডিং বা তাদের সংমিশ্রণ, যা জনসাধারণের কাছে সম্প্রচারের পাঁচ দিনের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে এবং যা নির্ধারিত কর্মসূচির অংশ নয়, সেগুলি জনসাধারণের কাছে সম্প্রচারের আগে নোটিশ প্রদান করতে হবে:

আরও শর্ত থাকে যে, জনসাধারণের কাছে সম্প্রচারের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতিতে সাহিত্যিক বা সঙ্গীতকর্ম এবং সাউন্ড রেকর্ডিং বা তাদের সংমিশ্রণের সম্প্রচারের জন্য নোটিশ জনসাধারণের কাছে এমন সম্প্রচারের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রদান করতে হবে:

এছাড়াও শর্ত থাকে যে, কোনো সম্প্রচার সংস্থা বোর্ড দ্বারা বিধি ৩১ অনুযায়ী নির্ধারিত এবং কপিরাইট অফিস এবং বোর্ডের ওয়েবসাইটে এবং জার্নালে প্রকাশিত রয়্যালটি প্রদানের পরেই কেবল এই অধ্যায়ের অধীনে নোটিশ প্রদান করবে।

(২) প্রতিটি নোটিশ কেবলমাত্র একজন মালিকের অন্তর্গত কর্মের জন্য প্রযোজ্য হবে।

(৩) সাহিত্যিক বা সঙ্গীতকর্ম এবং সাউন্ড রেকর্ডিং, যা ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলি রেডিও সম্প্রচার, টেলিভিশন সম্প্রচার বা পারফরম্যান্সের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে সম্প্রচারের জন্য পৃথক নোটিশ প্রদান করতে হবে।

(৪) উপ-বিধি (১)-এর অধীনে নোটিশে নিম্নলিখিত বিবরণ থাকতে হবে, যথা—

(ক) চ্যানেলের নাম;

(খ) টেরিটোরিয়াল কভারেজ যেখানে রেডিও সম্প্রচার, টেলিভিশন সম্প্রচার বা উপ-বিধি (৩) এর অধীনে কর্মক্ষমতার মাধ্যমে জনসাধারণের সাথে যোগাযোগ করা হবে;

(গ) উপ-বিধি (৩) এর অধীনে রেডিও সম্প্রচার, টেলিভিশন সম্প্রচার বা পারফরম্যান্সের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে যে কাজটি জানানোর প্রস্তাব করা হয়েছে তা চিহ্নিত করার জন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ;

(ঘ) এই ধরনের কাজ প্রকাশের বছর, যদি থাকে;

(ঙ) এই ধরনের কাজের কপিরাইটের মালিকের নাম, ঠিকানা এবং জাতীয়তা;

(চ) এই ধরনের কাজের লেখক এবং প্রধান শিল্পীদের নাম;

(ছ) রেডিও সম্প্রচার, টেলিভিশন সম্প্রচার বা কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে যোগাযোগের জন্য প্রস্তাবিত কোনও পরিবর্তন, তার কারণ এবং অধিকারের মালিকদের সম্মতির প্রমাণ, এই ধরনের পরিবর্তন করার জন্য প্রয়োজন;

(জ) জনসাধারণের কাছে প্রস্তাবিত যোগাযোগের পদ্ধতি, অর্থাৎ বেতার, টেলিভিশন বা অনুষ্ঠান;

(ঝ) যে কর্মসূচীতে কাজগুলি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে তার নাম, যেকোনও ক্ষেত্রে;

(ঞ) সময় স্লট, সময়কাল এবং কর্মসূচির সময়কালের বিবরণ যেখানে কাজগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হবে;

(ট) বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হারে রয়্যালটি প্রদানের বিবরণ; এবং

(ঠ) অধিকারের মালিকের দ্বারা পরিদর্শনের জন্য যেখানে রেকর্ড এবং অ্যাকাউন্টের বইগুলি বজায় রাখতে হবে সেই জায়গার ঠিকানা।

১৩. বিধি ২৯(৪) হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে এই ভিত্তিতে যে এটি (i) সংবিধানের ১৯(১)(ক) অনুচ্ছেদ লঙ্ঘন করে; এবং (ii) আইনের ৩১ঘ ধারা আলট্রা-ভাইরেজ।

১৪. হাইকোর্ট তার অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের সময় পর্যবেক্ষণ করেছেঃ

"৩. প্রাথমিকভাবে, নিয়মটি সম্পর্কে একটি অকার্যকর উপাদান রয়েছে বলে মনে হয় যে এটি তার ক্রিয়াকলাপে প্রায় ক্লস্ট্রোফোবিক হিসাবে দেখা যেতে পারে এবং নমনীয়তার জন্য খুব কম জায়গা ছেড়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে

কথা বলা বা পরিবেশন করার ধারণা, যা যেকোনো লাইভ বক্তৃতা বা লাইভ পরিবেশনার মূল, যদি পূর্বপরিকল্পিত বিবরণ, এমনকি প্রোগ্রামের প্রতি সেকেন্ড পর্যন্ত প্রকাশ করতে হয়, তবে তা হারিয়ে যাবে, যেমন বিতর্কিত বিধিটির অর্থ হতে পারে।

হাইকোর্টের অভিমত ছিল যে, বিধি ২৯ (১)-এর অধীনে সম্প্রচারের নোটিশে সম্প্রচারকদের উপর যে দায়িত্ব আরোপ করা হয়েছে তা "আপাতদৃষ্টিতে কঠিন"। ফলস্বরূপ, এটি নির্দেশ দেয় যে, এর আগে আবেদনকারীদের বিধি ২৯ (৪)-এর দ্বিতীয় বিধানটি "নিয়মিত পদ্ধতি" হিসাবে অবলম্বন করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে, ব্যতিক্রমের পরিবর্তে, এক্স-পোস্ট ফ্যাক্টো প্রতিবেদনের সময়কাল বাড়িয়ে পনেরো দিন করা সাপেক্ষে। অন্য কথায়, হাইকোর্ট, ধারা ৩১ঘ-এর অধীনে একটি পূর্ববর্তী নোটিশের প্রয়োজনীয়তা বজায় রেখে, এই নিয়মটি পুনর্বিন্যাস করেছে যে সম্প্রচার সম্পর্কিত বিশদ, বিশেষত সময়কাল, সময় স্লট এবং রয়্যালটির পরিমাণ সহ অনুরূপ, সম্প্রচার বা পারফরম্যান্সের পনের দিনের মধ্যে সরবরাহ করা যেতে পারে।

১৫. আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে উপস্থিত বিশিষ্ট জ্যেষ্ঠ আইনজীবী শ্রী মুকুল রোহতগি এবং শ্রী অখিল সিবাল বলেন যেঃ

(i) হাইকোর্টের অন্তর্বর্তী আদেশ ২৯(৪) বিধিটি পুনরায় লেখে, যা কোনো ক্ষেত্রেই, অন্তর্বর্তী পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য নয়;

(ii) ২৯(৪) বিধির বৈধতা এখনও বিচার্য বিষয় এবং বিধি এবং আইন উভয়ের সাংবিধানিকতার সাথে একটি অনুমান যুক্ত হবে;

(iii) ৩১ঘ ধারার বৈধতার কোনো চ্যালেঞ্জ নেই যার পরিপ্রেক্ষিতে ২৯ বিধি তৈরি করা হয়েছে;

(iv) আইপিএবি-এর ২০২০ সালের ৩১ ডিসেম্বরের আদেশ বিশেষভাবে রয়্যালটির হার নির্ধারণের সময় ২৯ বিধির বিধানগুলি মেনে চলার প্রয়োজন; এবং

(v) হাইকোর্ট, তার অন্তর্বর্তী আদেশের সময়, এটিকে কেবল তার সামনে আবেদনকারীদের এবং যে সম্প্রচারকারীদের পক্ষ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তাদের মধ্যে প্রসারিত করেছে, যার ফলে বিধির সর্বভারতীয় কার্যক্রম অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়ে গেছে।

১৬. সম্প্রচারকদের পক্ষ থেকে শ্রী নওরোজ সেরভাই এবং শ্রী নীরজ কিষাণ কৌল, বিদ্বান প্রবীণ কৌঁসুলি দ্বারা এই জমা দেওয়ার বিরোধিতা করা হয়েছে।

১৭. শ্রী নওরোজ সেরভাই অনুরোধ করেছেন যেঃ

(i) ধারা ৩১ঘ (২)-এ বলা হয়েছে যে সম্প্রচার সংস্থাটি রয়্যালটি প্রদানের সাথে সম্প্রচারের সময়কাল এবং আঞ্চলিক কভারেজ উল্লেখ করে কাজটি সম্প্রচারের অভিপ্রায় সম্পর্কে পূর্ব বিজ্ঞপ্তি দেবে, যা নির্ধারিত হতে পারে;

(ii) ধারা ৩১ ঘ, নির্ধারিত পদ্ধতিতে একটি বিজ্ঞপ্তি উল্লেখ করার ক্ষেত্রে, পূর্ববর্তী নোটিশে মিনিটের বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করার শর্তগুলি সরবরাহ করা উচিত বলে মনে করে না; এবং

(iii) ধারা ৭৮-এ নিয়ম তৈরির ক্ষমতা 'ফর্ম', 'পদ্ধতি' এবং 'শর্ত'-এর মধ্যে পার্থক্য করে। যেহেতু ধারা ৩১ঘ নোটিশ জারি করার পদ্ধতিকে বোঝায়, তাই 'পদ্ধতি' 'শর্ত' নির্ধারণের জন্য প্রসারিত হতে পারে না।

১৮. শ্রী নীরজ কিষাণ কৌল বলেছেন যেঃ

(i) জনগণের ব্যাপক ক্ষতির জন্য কপিরাইট মালিকদের দ্বারা পরিচালিত একচেটিয়া অধিকারের প্রয়োগকে প্রতিরোধ করার জন্য ২০১২ সালের একটি সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদ দ্বারা ধারা ৩১ঘ চালু করা হয়েছিল;

(ii) ধারা ৩১ঘ সম্প্রচারকদের পক্ষে লাইসেন্স পাওয়ার জন্য একটি বিধিবদ্ধ অধিকার তৈরি করে যার ফলস্বরূপ স্বেচ্ছাসেবী লাইসেন্সের পূর্ববর্তী ব্যবস্থাটি ধারা ৩১ঘ তে পরিকল্পিত বিধিবদ্ধ লাইসেন্সের শাসন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে;

(iii) ২০২০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত, যথাযথভাবে গঠিত আই.পি.এ.বি-এর অনুপস্থিতিতে, সম্প্রচারকরা স্বেচ্ছাসেবী লাইসেন্সিং চুক্তির আওতায় কাজ করছিল;

(iv) নিয়ম ২৯ (৪) ধারা ৩১ঘ উদ্দেশ্যকে পরাজিত করে কারণ এটি পূর্ববর্তী নোটিশে মিনিটের বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করে যা (নির্ধারিত হয়েছে;

(v) অনেক সম্প্রচারকারী ইন্টারেক্টিভ ডায়নামিক সাইটের প্রেক্ষাপটে কাজ করে যার ফলে ২৯(৪) বিধিতে নির্ধারিত প্রয়োজনীয়তাগুলি কষ্টকর এবং পূরণ করা অসম্ভব;

(vi) সম্প্রচারকারীরা প্রতি মাসের শেষে আইন অনুসারে আইপিএবি কর্তৃক নির্ধারিত রয়্যালটি পরিশোধ করতে প্রস্তুত এবং ইচ্ছুক

এবং এমনকি কপিরাইট মালিকদের রেকর্ডের পরিদর্শনও সরবরাহ করা হয়; এবং

(vii) যেখানে ধারা ৩১ঘ শুধুমাত্র উদ্দেশ্যমূলক সম্প্রচারের সময়কাল এবং আঞ্চলিক কভারেজের জন্য প্রদান করে, সেই কারণে বিধি ২৯ (৪) দ্বারা নির্ধারিত বিজ্ঞপ্তি ধারা ৩১ঘ এবং আল্ট্রা ভাইরেজ-এর বিধিবদ্ধ পরিধি অতিক্রম করেছে।

১৯. যদিও প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলির পক্ষে উপস্থিত কৌঁসুলি যোগ্যতার ভিত্তিতে জমা দেওয়া বক্তব্যগুলিকে সম্বোধন করেছেন, আমরা সাংবিধানিক চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে কোনও মতামত প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকব যা মাদ্রাজের হাইকোর্টের বিচারিক আদালতে বিবেচনাধীন রয়েছে, যেখানে আগে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, রিট পিটিশনগুলি ৪ অক্টোবর ২০২১-এ চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে।

২০. এই পর্যায়ে, বিষয়টি হল হাইকোর্টের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ বহাল রাখা যায় কি না। মূলত, এই রায়ের আগের অংশে বর্ণিত বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে, হাইকোর্ট ২৯ (৪) ধারার পরিবর্তে নিজস্ব একটি শাসনব্যবস্থা চালু করেছে, যা সম্প্রচারক এবং আবেদনকারীদের জন্য প্রযোজ্য। এই আদালতের একটি সাংবিধানিক বেঞ্চ 'পুনর্বারঃ এনআই অ্যাক্ট ১৮৮১[৪]-এর ১৩৮ ধারার অধীনে মামলাগুলির দ্রুত বিচার'-এ জোর দিয়ে বলেছে যে বিচার বিভাগ কোনও আইন পুনর্লিখন করে নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে লঙ্ঘন করতে পারে না, যতই প্রবল প্রলোভন থাকুক না কেন। এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছেঃ

"২০. কিছু শব্দকে বিধানে পরিণত করে আদালতের উপর ক্ষমতা আরোপ করা অগ্রহণযোগ্য। আজুজকে অবশ্যই কোনও আইন পুনর্লিখন করতে হবে না, বড় করতে বা চুক্তি করতে হবে না। নীতি প্রণয়নের রাষ্ট্রনায়কত্ব বিজ্ঞতার সাথে যে প্রলোভনই নির্দেশ করুক না কেন, নির্মাণ অবশ্যই অন্তর্বর্তীকরণ এবং উচ্ছেদকে এড়িয়ে চলতে হবে। তাকে অবশ্যই সৃষ্টির মাধ্যমে পড়তে হবে না। এফ বিচারকের দায়িত্ব হল আইনকে ব্যাখ্যা করা এবং প্রয়োগ করা, ন্যায়বিচারের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে বিচারকের ধারণা পূরণের জন্য এটি পরিবর্তন করা নয়। আদালত কোনও সংবিধানে শব্দ যুক্ত করতে বা শব্দগুলি পড়তে পারে না যা সেখানে নেই।

আইনের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি হল যখন কোনো আইনের শব্দ স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন হয়, তখন আদালতের পক্ষে আইনে শব্দ যোগ করা

---

[৪] সুও মোটু রিট পিটিশন (সিআরএল.) নং ২০২০-এর ২, ১৬ এপ্রিল ২০২১, https://main.sci.gov.in/supremecourt/2020/9631/9631_2020_31_501_27616_Judgement_16-Apr- 2021.pdf

গ্রহণযোগ্য নয়। এই আদালতের একটি সাংবিধানিক বেঞ্চ পদ্মা সুন্দরা রাও বনাম তামিলনাড়ু[৫] রাজ্য-এর মামলায় পর্যবেক্ষণ করেছে:

> "১২ ... আদালত কোনো বিধিবদ্ধ বিধানে এমন কিছু পড়তে পারে না যা সরল এবং দ্ব্যর্থহীন। একটি আইন হল আইনসভার একটি আদেশ। আইনে ব্যবহৃত ভাষা আইন প্রণয়নকারীর অভিপ্রায়ের নির্ধারক। নির্মাণের প্রথম এবং প্রাথমিক নিয়ম হল আইন প্রণয়নকারীর অভিপ্রায় অবশ্যই আইনসভা কর্তৃক ব্যবহৃত শব্দগুলির মধ্যেই খুঁজে পাওয়া উচিত। প্রশ্নটি হল কী অনুমান করা যেতে পারে এবং কী উদ্দেশ্য ছিল তা নয়, বরং কী বলা হয়েছে।
>
> ১৪ একটি বিধান ব্যাখ্যা করার সময় আদালত শুধুমাত্র আইনের ব্যাখ্যা দেয় এবং এটি আইন প্রণয়ন করতে পারে না। যদি আইনের কোনও বিধানের অপব্যবহার করা হয় এবং আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার করা হয়, তবে প্রয়োজন মনে করলে তা সংশোধন, সংশোধন বা বাতিল করা আইনসভার দায়িত্ব।

২১. বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতার সংবিধান দ্বারা আদালতকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তার আদেশ সম্পাদনের ক্ষেত্রে, আদালত তার অধীনে তৈরি কোনও আইন বা নিয়মের বৈধতা মূল্যায়ন করতে পারে। কোনও আইন অবৈধ হতে পারে যদি তা সাংবিধানিক নিশ্চয়তার বাইরে থাকে বা আইন প্রণয়নকারী আইনসভার উপর ন্যস্ত আইন প্রণয়নকারী ক্ষেত্রকে লঙ্ঘন করে। প্রত্যয়িত আইন, যদি এটি সাংবিধানিক লঙ্ঘনের ফলস্বরূপ হয় বা আইন প্রণয়নকারী আইনের আওতার পরিপন্থী হয় তবে তা অবৈধ হতে পারে। তবে, বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার অনুশীলনে আদালত আইনী ব্যাখ্যার মাধ্যমে বিধানের শর্তাবলীকে সংবিধিবদ্ধ ভাষায় পুনর্লিখন করে প্রতিস্থাপন করতে পারে না। খসড়া প্রণয়ন আইনসভার উপর ন্যস্ত একটি কাজ। বিচার বিভাগের কারিগরি দক্ষতা কোনও সংবিধির শব্দগুলি পুনর্লিখন করে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে লঙ্ঘন করতে পারে না। তার জন্য, বিচার বিভাগীয় শিল্প আইন প্রণয়নের খসড়ার নিষিদ্ধ ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ তার অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের মাধ্যমে ঠিক এটাই করেছে। ধারা ৩১ঘ (২) সম্প্রচারের সময়কাল এবং আঞ্চলিক কভারেজ উল্লেখ করে কাজটি সম্প্রচারের অভিপ্রায়, আপিল বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং হারে রয়্যালটি প্রদানের সাথে পূর্ব বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বলে। হাইকোর্ট যখন সম্প্রচারকারীদের পূর্ব নোটিশের প্রয়োজনীয়তায় আবদ্ধ করেছে, তখন এটি নোটিশে যে বিবরণ দিতে হবে তা সম্প্রচারের পনেরো

---

[৫](২০০২) ৩ এস. সি. সি ৫৩৩

দিনের মধ্যে দেওয়া যেতে পারে বলে উল্লেখ করে ২৯ বিধির কার্যক্রম সংশোধন করেছে। অন্তর্বর্তী আদেশটি দ্বিতীয় বিধানটিকে ব্যতিক্রমের পরিবর্তে (যেমন হাইকোর্ট তার নির্দেশকে বর্ণনা করেছে) একটি "নিয়মিত পদ্ধতিতে" রূপান্তরিত করে। হাইকোর্টের এই প্রয়োগ পুনর্লিখনের সমতুল্য। আইন বা অর্পিত আইনের এই ধরনের বিচারিক পুনর্লিখন করা যায় না। হাইকোর্ট

২২. অতএব, আমরা স্পষ্টভাবে মনে করি যে ২৯ (৪) নং বিধির বিচার বিভাগীয় পুনর্লিখনের অনুশীলন অযৌক্তিক ছিল, বিশেষত অন্তর্বর্তী পর্যায়ে। সম্প্রচারকদের দ্বারা হাইকোর্টের সামনে যে অসুবিধাগুলি প্রকাশ করা হয়েছে সেগুলি বিষয়টির একটি দ্রুত তালিকাভুক্তির নিশ্চয়তা দিয়েছে এবং এই আদালতকে কপিরাইট মালিকদের দ্বারা আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে তারা অবিলম্বে তাদের পাল্টা হলফনামা দাখিল করবে যাতে কার্যধারার দ্রুত নিষ্পত্তি সহজতর হয়। যে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, আমরা মনে করি যে সংবিধিবদ্ধ নিয়মের বিচার বিভাগীয় পুনর্লিখনের অনুশীলন সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে এখতিয়ারের অনুশীলনে অযৌক্তিক, বিশেষত অন্তর্বর্তী কার্যধারায়। হাইকোর্টের অভিমত ছিল যে, দ্বিতীয় শর্তটি ব্যতিক্রমের পরিবর্তে নিয়মিত বিষয় হিসাবে অবলম্বন করা যেতে পারে এবং এক্স পোষ্ট ফ্যাক্টো প্রতিবেদনটি পনেরো দিনের সময়কালে (চব্বিশ ঘন্টার পরিবর্তে) বাড়ানো উচিত। এই ধরনের অনুশীলন অগ্রহণযোগ্য ছিল কারণ এটি একটি নতুন শাসনব্যবস্থা এবং বিধানের সাথে প্রত্যয়িত আইনের ক্ষমতা প্রয়োগ করে তৈরি একটি বিধিবদ্ধ নিয়মকে প্রতিস্থাপন করবে যা হাইকোর্ট আরও বাস্তবসম্মত বলে মনে করে।

২৩. তদনুসারে আমরা ২০২১ সালের ২রা আগস্ট হাইকোর্টের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ বাতিল করে আপিলের অনুমতি দিই। তবে, এটি এই স্পষ্টকরণের সাপেক্ষে যে এই আদালত প্রতিদ্বন্দ্বী জমা দেওয়ার যোগ্যতার বিষয়ে কোনও মতামত প্রকাশ করেনি যা বিচারাধীন কার্যধারায় হাইকোর্টের রিট এখতিয়ার প্রয়োগের ক্ষেত্রে নির্ধারণের জন্য পড়ে।

২৪. মুলতুবি থাকা আবেদন(গুলি), যদি থাকে, নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

দেবিকা গুজরাল আপিল অনুমোদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Arka Sadhu